দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 18 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রশ্নের মুখে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

সার্টিফিকেট বিক্রি ও প্রভাবিত ফলাফলের অভিযোগ : শিক্ষার মান নেই

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

দোকান ঘরের মত দেশে গড়ে উঠেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে সার্টিফিকেট। ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে বেকারের সংখ্যা। হাতেগোনা দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সবগুলির শিক্ষার মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। পরীক্ষায় চলে নকলের উৎসব অথবা শিক্ষকদের সাথে আঁতাত করে রেজাল্ট তৈরীর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। বিগত সরকারগুলো এসব নামধারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গিয়েও কোন অজানা কারণে পিছিয়ে এসেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশে শিক্ষক পার্টটাইম আর বাকিরা নতুন। তাই শিক্ষাদানের মান নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোন লাইব্রেরী ওয়ার্কের ব্যবস্থা। অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি বৃহদাকার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ছাড়াও প্রতিটি বিভাগেরই রয়েছে নিজস্ব পাঠাগার। এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোন খেলাধুলার ব্যবস্থা। তবে দায়সারাভাবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দু-একটি ক্যারাম বোর্ড, দাবা বা লুডুর কোর্ট রাখা হয়। আর প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চুল, পোশাক থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে। দেশীয় সংস্কৃতি এখানে বিলুপ্ত প্রায়। পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে এদের পাড়ি দিতে হয় মহাসমুদ্র। অধিকাংশই সেই সমুদ্রের জলে ডুবে মরে। চাকরির দেখা তারা পায় না। দেশের বেশকিছু বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাপকালে জানা যায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা চাকরি প্রার্থীদের নামে ইন্টারভিউ কার্ডই ইস্যু করা হয় না। যদিওবা কিছুসংখ্যকের কার্ড দেয়া হয়, তারা আবার রিটেন অথবা ভাইভাতে ভাল করতে পারে না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি কিংবা রেজাল্ট পদ্ধতিতে ঘাপলা কিংবা অস্বচ্ছতার বিষয় সবার কাছেই স্পষ্ট। কোন ছাত্র প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষায় ফেল করলে পুরো ৪ বছর মেয়াদী কোর্সের যে কোন সময় ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেই চলে। আবার সারাদেশের স্কুল কলেজসহ সব কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় নকল নামের জিনিসটি যখন জাদুঘরে পাঠানো হয়েছে সেসময় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উৎসবের আমেজে নকল চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শিক্ষকরাও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষকদের সাথে যোগসাজশে নম্বর বাড়িয়ে নেয়ার অভিযোগও পাওয়া যায় অহরহ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশীরভাগই অনুমোদনও পেয়ে থাকে রাজনৈতিক অথবা টাকার জোরে। ইউজিসির নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৫ একর জমি ও ৫ কোটি টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। কিন্তু, অনেকেই ভুয়া জমির দলিল দেখিয়ে কিংবা কোন অজপাড়াগাঁয়ের অল্প দামের ৫ একর জমি কিনে দলিল জমা দেয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. এমাজউদ্দীন আহমদ একটি প্রাইভেট টিভি চ্যানেলকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী হওয়ায় লেখাপড়ার মান ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার আছে, তবে সংখ্যায় আরো কমিয়ে মান বাড়ানো প্রয়োজন। অনেকে বলছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার আছে তবে সংখ্যায় হাতেগোনা কয়েকটি হলেই মান ঠিক রাখা সম্ভব।

একটি ইউনিভার্সিটির গ্রাফিক্স ডিজাইনের ৪র্থ সেমিস্টারের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র এ প্রতিবেদককে বলেন, তাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রায় প্রতিটি বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষকই ডিপ্লোমা করা। আর বিভাগীয় প্রধানরা শুধু মাস্টার্স পাস। কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিভাগীয় প্রধান হিসেবে চাকরি করছেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের যথাযথ বেতন না দেয়ায় বেশীদিন থাকেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হয়। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র এ প্রতিবেদককে বলেন, আমাকে কিভাবে ১ম থেকে ৪র্থ সেমিস্টার পর্যন্ত পাস করানো হল জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ এর সদুত্তর দিতে পারবে না।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সাইন্স-এ মাস্টার্স পাস করেছেন রুবেল। দু'বছর হল তিনি তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন চাকরি পাচ্ছেন না। তাই এখন ঠিক করেছেন যে কোন একটি চাকরি পেলেই চলে।

অপর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ' ডিপার্টমেন্টের ৪র্থ সেমিস্টারের ছাত্র আশরাফুল ইসলাম খান ও বোরহান উদ্দিন খান জানায়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষক। কারণ এখানের শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম। ঢাকার গুলশান, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা থেকে সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তারা বলে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে আমাদের খুবই সমস্যা হবে। কারণ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্যাম্পাস সাধারণত ছোট হয়ে থাকে। তাই ধানমন্ডির বিভিন্ন লেক সড়কের পাসে বসে পড়ালেখা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করা যায়। যদি আবাসিক এলাকা থেকে ক্যাম্পাস অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায় তবে সে সুযোগটা আর থাকবে না। তাছাড়া ছাত্রসংখ্যাও অনেক কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।